দৈনিক বাংলা

তারিখ 15 AUG 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

032

উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি সমস্যা

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তি সমস্যা এবার তীব্রতর রূপ নেবে বলে অভিভাবক মহলে আশংকা। ইতিমধ্যেই রাজধানীর ভাল কলেজগুলিতে ভিড় জমতে শুরু করেছে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে যে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বহু মেধাবী ছাত্রছাত্রী এবারও নগরীর ভাল কলেজগুলিতে সিট পাবে না।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার এক মস্তবড় দুর্বলতা হচ্ছে ভাল কলেজে সিট নেই আর মন্দ কলেজে ছাত্র নেই। যেসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ভাল হিসাবে চিহ্নিত সেগুলিও পঠন পাঠনের ব্যাপারে কতটা ভাল তা বিচার বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। কারণ কঠিন ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ভাল ছাত্র ভর্তি করিয়ে নিয়ে ভাল রেজাল্ট করানোর মধ্যে যে কি কৃতিত্ব তা আমরা বুঝি না। যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হয় তাদের ফল খারাপ হলে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকে না। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার উন্নতি চাইলে ভাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও মাঝারি এবং খারাপ রেজাল্ট করা ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির ব্যবস্থা রাখা দরকার। লেখাপড়ায় যারা পিছিয়ে আছে তাদের যদি সামনে এগিয়ে নিয়ে না যাওয়া যায়, তাহলে পড়ানোর অর্থ কি থাকে। এছাড়াও আমরা জানি দেশের কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রশ্নপত্র রচনা থেকে শুরু করে খাতা দেখা পর্যন্ত এমনই এক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে যে সেখানকার ছাত্রছাত্রীরা প্রত্যাশিত ভাবেই ভাল ফল করে। গ্রামাঞ্চল এবং শহরের পশ্চাৎপদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সে সুযোগ তেমন পায় না।

সে যা-ই হোক, শিক্ষার উন্নতি চাইলে ভর্তি সংকট নিরসনে শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নিতে হবে। দিন দিন শিক্ষার চাহিদা বাড়ছে কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে না—এমন একটা পরিস্থিতি শিক্ষার উন্নয়নে সহায়তা করতে পারে না। আমরা মনে করি শিক্ষার স্বার্থে রাজধানী, জেলা শহর এবং উপজেলায় আরও বেশি সংখ্যক কলেজ এবং ভাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা দরকার। শিক্ষার স্বার্থে ভাল ভাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের পশ্চাৎপদ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ানোর জন্যে তিন মাস বা ছ মাসের জন্য পাঠানো যেতে পারে। মোদ্দা কথা হচ্ছে, উচ্চশিক্ষা এবং সুশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত করতে হবে। ভর্তি সংকট আসলে শিক্ষা সংকটেরই প্রতিফলন।